

মূলপাতা করোনাভাইরাস ভিডিও

স্ত হয়েছে

## এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি?

শাহনাজ পারভীন  
বিবিসি বাংলা, ঢাকা

১৭ জুলাই ২০২০



GETTY IMAGES

মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোটে ৩৪ হাজার যাত্রী এসেছে।

করোনাভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারির কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের বিমান কোম্পানিগুলোর জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রায় লোকসান হয়েছে।

তিন মাসের মতো বন্ধ থাকার পর বিমান চলাচল স্বল্প পরিসরে শুরু হলেও যাত্রী পাচ্ছে না এয়ারলাইন্সগুলোর কোনটিই। দেশের তিনটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স রয়েছে।

সকল কর্মীকে তারা অবৈতনিক ছুটিতে পাঠিয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিভিন্ন হারে তাদের কর্মীদের বেতন কমিয়েছে।

### বাংলাদেশ বিমানের ১৭শ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও দেশের বাকি তিনটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস বাংলা, নভো এয়ার ও রিয়েল ফ্লাইট পর্যন্ত কোন ফ্লাইটই চালাতে পারেনি। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোকাবেল হোসেন কোম্পানিটির পরিস্থিতি বর্ণনা করছিলেন।

তিনি বলেছেন, "ফেব্রুয়ারিতে আমাদের ক্যাপাসিটি লস ছিল ২৬ শতাংশ, যেটা মার্চের শেষে এসে দাঁড়িয়েছিল ৭৬ শতাংশ। মার্চের শেষে সব কমার্শিয়াল তথ্য থেকে আমরা শুধু চার্টার্ড ও কার্গো ফ্লাইট চালাচ্ছি কিন্তু সেগুলোতো সীমিত। আমরা সম্প্রতি কেবলমাত্র কমার্শিয়াল ফ্লাইট সপ্তাহে একটা ঢাকা-লন্ডন শুরু করেছি যেহেতু তারা বিমানবন্দর চালু করেছে। তবে সেখানে অনেক রেষ্ট্রিকশন আছে।"



GETTY IMAGES

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ১৭ টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে মাত্র দুটি গন্তব্যে ফ্লাইট চালু আছে।

যেখানে বিশ্বের ১৭ টি গন্তব্যে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করতো বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স, সেখানে এখন মাত্র দুটি গন্তব্যে ফ্লাইট চালু আছে। মি. হোসেন বলেন, "১৭শ কোটি টাকার বেশি লোকসান হয়েছে।"

তিনি বলছেন, কোভিড- ১৯ বিষয়ক স্বাস্থ্য বিধির কারণে এই দুটি গন্তব্যেও উড়োজাহাজের আসন অনুযায়ী যাত্রী নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

"আইকাও-এর নির্দেশনা হচ্ছে, বিমানের পিছনের দুটি সারি খালি থাকতে হবে। যদি বিমান চলা অবস্থায় কেউ অসুস্থ হয় তাহলে তাকে সেখানে আইসোলেটেড এভিয়েশন বলছে পাশাপাশি দুইজন বসতে পারবে না।

"তার মধ্যে এখন কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট দিতে হবে যাত্রীদের যা ফ্লাইটের ৭২ ঘণ্টা আগে করাতে হবে। এখন টিকেট আগে বিক্রি হল কিন্তু তাহলে তাদের আমি নিতে পারবো না। ফ্লাইট পরিচালনায় এরকম একটা অনিশ্চয়তা রয়ে যাচ্ছে," মি. হোসেন বলছেন।

### বেসরকারি এয়ারলাইন্সগুলোর পরিস্থিতি

বাংলাদেশে সর্বশেষ তিনটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স চালু ছিল। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাছে তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী জুন পর্যন্ত ইউএস ব হয়েছে, রিজেন্ট এয়ারওয়েজ ২০০ কোটি টাকা এবং নভো এয়ারের লোকসান ৬৯ কোটি টাকা।



GETTY IMAGES

বিমানের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-এর সাথে জড়িতদের বেতন কমানো হয়েছে ১৫ শতাংশ

রিজেন্ট এয়ারওয়েজের সকল প্রকার কার্যক্রমই বন্ধ রয়েছে। কোম্পানিটির সকল কর্মীকে তিন মাসের অবৈতনিক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিলো যা সম্প্রতি সে পূর্ববর্তী সময়ে বিক্রি হওয়া টিকেটের অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য অল্প কিছু কর্মী কাজ করছেন।



কোম্পানিটি ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

### বিপাকে এভিয়েশন খাতের কর্মীরাও

ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশন আয়াটা সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বলেছে যে বাংলাদেশে এয়ারলাইন্স-সহ এভিয়েশন খাতের সাথে নানাভাবে রয়েছে।

বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত কোন এয়ারলাইন্স কর্মী ছাঁটাই না হলেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিমান কোম্পানি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের বেতন বিভিন্ন হারে কমিয়ে

বিমান শ্রমিক লীগ বলছে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-এর সাথে জড়িতদের বেতন কমানো হয়েছে ১৫ শতাংশ আর কর্মকর্তা পর্যায়ে কাটা হয়েছে ২০ শতাংশ। লীগের বাংলাদেশি দেশের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা কর্মীদের বেতন কমিয়েছে।

তিনি বলেন, "শ্রমিকদের মধ্যে একটা স্ফোভ তৈরি হয়েছে যে আর কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বেতন কাটেনি। সরকার তাহলে আমাদের দায়িত্ব নিলো না। অতুলেছি যে বিমান সরকারের মালিকানাধীন কোম্পানি। সরকারতো আর দেউলিয়া হয়ে যায়নি। সেখানে ছয়মাসও কেন আমাদের চালাতে পারলো না?"



GETTY IMAGES

সাধারণ সময়ে ঢাকায় বিমানবন্দরের টার্মিনালে বসার যায়গা পাওয়া যায় না।

### যাত্রীরাও বিমান যাত্রা এড়িয়ে যাচ্ছেন

মার্চের ২৬ তারিখ থেকে বন্ধ থাকার পর জুনের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পুনরায় চালু হলেও বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে আন্তর্জাতিক

যেসব বিমানবন্দর চালু হয়েছে সেখানে স্বাস্থ্যবিধির কড়াকড়ির কারণে বাংলাদেশ থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পয়লা জুন থেকে এয়ারলাইন্সই যাত্রী পাচ্ছে না।

তাই প্রতিনিয়ত অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। যাত্রীরা খুব বড় ধরনের প্রয়োজন ছাড়া বিমান যাত্রা থেকে বিরত থাকছেন। ঢাকার আয়েশা মজুমদার নিয়মিত

তিনি বলছিলেন কেন তিনি বিমানে ভ্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলছেন, "প্রধান কারণ আমরা যেভাবে তথ্য লুকাচ্ছি। কোভিড পজিটিভ হলেও বন্ধ উহানে উৎপত্তি হলেও এটা ছড়িয়েছে কিন্তু বিমান যাত্রার কারণে। কে কী বহন করছে আমরা কিন্তু জানি না।"

"বিমান যাত্রাটা হল খামে ভরে পার্সেল পাঠানোর মতো। একটা বন্ধ যায়গায় বসে ৩০ বা ৪০ জনের সাথে যাচ্ছি। নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত দরজা জানালা সব বন্ধ হয়ে আছে। সবার নিশ্বাস এক যায়গায় পড়ছে। একটা ভয় ধরে গেছে।"



এখন সকল যাত্রীকে কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট দিতে হবে।

আয়াটার আর একটি হিসেব বলছে করোনাভাইরাস মহামারির কারণে বাংলাদেশে গত বছরের তুলনায় এই বছর বিমান যাত্রীর সংখ্যা গড়ে ৪৯ শতাংশ কম হ

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বলছে এবছরের শুরু থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশে বিমান যাত্রী এসেছে প্রায় আট লাখের মতো কিন্তু এ চালুর আগ পর্যন্ত মোটে ৩৪ হাজার যাত্রী এসেছে।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া বিমান যাত্রীদের অর্ধেকই অভিবাসী শ্রমিক। তাদের কাজ ঝুঁকিতে থাকায় একটা বড় অংশের যাত্রীই এখন নেই।

## টিকে থাকার চেষ্টা

টিকে থাকতে টিকেটে মূল্যহ্রাস সহ নানা পদ্ধতি অবলম্বন করার চেষ্টা করছে কোম্পানিগুলো। কোন ফ্লাইটে টিকেট বিক্রি কম হলে সেদিন যাত্রীদের যেকোনো করেছি বিমান বাংলাদেশ ও নভো এয়ার।

যাত্রী চলাচল না থাকলেও খরচ ঠিকই রয়েছে এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলোর। ফ্লাইট পরিচালনা ও বিমানবন্দরে পার্কিং সহ নানা ফি ঠিকই দিতে হচ্ছে।



GETTY IMAGES

বিমানে পাশাপাশি দুইজন বসতে পারবে না।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক মো:কামরুল ইসলাম বলছিলেন, "বেসরকারি কোম্পানিগুলো সরকারের কাছে বিভিন্ন ফি মওকুফের অনুরোধ জমা দিয়েছে। অ্যেরোনটিকাল, নন-অ্যেরোনটিকাল চার্জসগুলো আছে যেমন ল্যান্ডিং, পার্কিং, নিরাপত্তা, ন্যাভিগেশন এসবের চার্জগুলো যেন আগামী পাঁচ বছরের জন্য মওকুফ করে দেওয়া হয়।"

"আর একটা বিষয় হল ফুয়েল কস্ট। বাংলাদেশে শুধু একটা কোম্পানির কাছ থেকে আমরা এটা কিনতে পারি। তাদের একটা মনোপলি আছে। জেট ফুয়েল ডিফারেন্স আছে। সেটা যেন একটা যৌক্তিক পর্যায়ে আসে। একটা এয়ারলাইন্সের অপারেশন কস্টের ৪০ শতাংশই হল জ্বালানি খরচ।"

## বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন দেশে বাড়তি কড়াকড়ি

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া বিমানের ক্ষেত্রে অনেক দেশ বাড়তি কড়াকড়ি আরোপ করেছে। কোভিড ১৯ আক্রান্ত রোগী সহ গুয়াংঝো যাওয়ায় সপ্তাহখানেক দিয়েছিল চীনা কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ টেস্টের ফল নেগেটিভ হলেও বিদেশে যাওয়ার পর সেই ফল পজিটিভ হয়েছে এমন ঘটনা ঘটার পর সম্প্রতি কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম বলছেন, "কোভিড ১৯ পরীক্ষা নিয়ে একটা ভুল বার্তা গেছে। এর ফলে যে নেতিবাচক ইমেজ তৈরি হয়েছে তা এয়ারলাইন্সগুলো আরও বড় বিপদে পড়বে। আমাদের দূতাবাসগুলোর উচিত প্রচার প্রচারণা চালানো যে আমরা এটা পরিবর্তন করবো। আমাদের সম্পর্কে যে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

# করোনাভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য

করোনাভাইরাস নিয়ে আপনার যা জানা প্রয়োজন

নিজেকে যেভাবে নিরাপদ রাখবেন করোনাভাইরাস থেকে

নতুন করোনাভাইরাস কত দ্রুত ছড়ায়? কতটা উদ্বেগের?

করোনাভাইরাস ঠেকাতে যে সাতটি বিষয় মনে রাখবেন

কোথায় কতোক্ষণ বেঁচে থাকে কোভিড-১৯ এর জীবাণু, নির্মূলের উপায়

**সরকারের পক্ষ থেকে কি সহায়তা দেয়া হচ্ছে?**

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বিমান বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে সহজ শর্তে এক হা

যার সুদের একটি অংশ সরকার দেবে। ইতিমধ্যেই কিছু ঋণ নিয়েছে কোম্পানিটি। বেসরকারি কোম্পানিগুলোকেও সাড়ে চার শতাংশ সুদে ঋণ সুবিধা দেয়া। পরিশোধ করত হবে। বিশ্বব্যাপী বিপাকে পড়া বিমান কোম্পানিগুলোকে সংকট থেকে উত্তরণে তাদের সরকার নানা ধরনের বেইল আউট প্যাকেজ ঘোষণা



জিঞ্জেস করেছিলাম বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মহিবুল হকের কাছে। তিনি বলছেন, "বেসরকারিদের জন্যেও ঋণ সুবিধা দেওয়া  
আপাতত আমরা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাদের কাছে থেকে নন-অ্যেরোনটিকাল চার্জ নেবো না। আর অ্যেরোনটিকাল চার্জও আমরা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেবো।"

তিনি আরও বলছেন, "তারা পাঁচ বছরের জন্য মওকুফ চাইতে পারে কিন্তু বাংলাদেশ বিমানসহ যত কোম্পানি আছে, সিভিল এভিয়েশন তাদের কাছে শত শত শ্রমিক  
শুরুর আগের কথা বলছি। মহামারি শুরুর পর থেকে তারা সুবিধা পাবে কিন্তু তার আগের যে বকেয়াগুলো আছে সেগুলো যদি তারা আমাদের পরিশোধ করে  
কিনা সেই উদ্যোগ নেবো।"

তার মানে দীর্ঘ মেয়াদে সহায়তা পেতে হলে, মি. হকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী আগে সবাইকে বকেয়া ১৫শ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। এয়ারলাইন্সগুলো  
নেই। এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির অনেকের আশঙ্কা মহামারির ধাক্কায় দেশিয় এয়ারলাইন্স দু-একটি বন্ধ হয়ে যাবে কিনা।

## প্রধান খবর

### করোনাভাইরাস টেস্টের ছয় মাস - যেভাবে শুরু, যাদের হয়েছিল প্রথম পরীক্ষা

ঠিক ছয় মাস আগে ২১শে জানুয়ারি বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরীক্ষার শুরু অল্প কিছু কিট নিয়ে। শুরুতে অবশ্য বর্তমানের আরটি-পিসিআর টেস্ট করেনি আইইসি  
৫৫ মিনিট আগে

### চট্টগ্রামে আসছে ট্রান্সশিপমেন্টের প্রথম চালান, বেশি গুরুত্ব পাবে ভারতীয় পণ্য?

পরীক্ষামূলকভাবে আসা জাহাজে থাকা চারটি কন্টেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের পর কাভার্ড ভ্যানে সড়কপথে আখাউড়া স্থলবন্দর হয়ে ভারতের ত্রিপুরা ও আসাম  
৪ ঘন্টা আগে

### বিএসএফ-বিজিবি প্রকাশ্য রেযারেযি: বৃহত্তর কোনো বিরোধের ইঙ্গিত?

গুরু চোরাচালানে জড়িত বলে ভারত ও বাংলাদেশের দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনী যেভাবে প্রকাশ্যে পরস্পরকে দায়ী করেছে, তার নজির বিরল।  
৬ ঘন্টা আগে

## চিঠিপত্র ও মতামত

BBC

এডিটর'স মেইলবক্স: সাহেদ, সাবরিনা আর গোটা স্বাস্থ্য খাত নিয়ে প্রশ্ন, স্কোভ

গত সাত দিনে কোন নায়কের আবির্ভাব না হলেও, বাংলাদেশে একজন খলনায়ক যে তৈরি হ

১৭ জুলাই ২০২০





জনারণ্যের জার্নাল: করোনাভাইরাস কি প্রমাণ করল ঈশ্বর শুধুই ভদ্রপল্লির বাসিন্দা?  
করোনাভাইরাস-জনিত মহামারিতে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক ভোগান্তি উচ্চবর্গের তুলনায় দৃশ্যত  
১৪ জুলাই ২০২০

## সর্বাধিক পাঠিত

- ১ বিএসএফ-বিজিবি প্রকাশ্য রেমার্কস: বৃহত্তর কোনো বিরোধের ইঙ্গিত?
- ২ চট্টগ্রামে আসছে ট্রান্সশিপমেন্টের প্রথম চালান, বেশি গুরুত্ব পাবে ভারতীয় পণ্য?
- ৩ অক্সফোর্ডের করোনাভাইরাস টিকা নিরাপদ ও রোগ ঠেকাতে প্রতিশ্রুতিশীল
- ৪ করোনাভাইরাস টেস্টের ছয় মাস - যেভাবে শুরু, যাদের হয়েছিল প্রথম পরীক্ষা
- ৫ পরিবারের কারো কোভিড-১৯ হলে বাকিরা যে সাতটি কাজ করবেন

বিবিসির ওপর কেন আপনি আস্থা রাখতে পারেন

© 2020 বিবিসি। বাইরের কোন সাইটের তথ্যের জন্য বিবিসি দায়বদ্ধ নয়। বাইরের লিংক সম্পর্কে বিবিসির দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে পড়ুন।